প্রশিক্ষণ ফলো–আপ
কর্মশালা–১

০২–০৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
পটুয়াখালী

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার
ও
বি, ও, বি, পি/এফ, এ, ও

প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা
পটুয়াখালী

১. পটভূমি ঃ

জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বেসরকারী উন্নয়ন কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার মৎস্যজীবিদের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বি, ও, বি, পি/এফ–এ–ও একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। তার প্রাথমিক এবং মৌলিক পদক্ষেপ হিসাবে গত ২২–২৫শে জুলাই'৮৯ তে পটুয়াখালীতে "মৎস্য সম্প্রসারণ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" নামে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সে কর্মশালায় পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের মোট ২১ জন এবং ঐ এলাকাসমূহে কর্মরত ৩টি বেসরকারী সংস্থার মোট ৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি ছিলো মৌলিক এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ। সে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমাপ্তি দিবসে পরবর্তী ৪ মাসের জন্যে কিছু কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে কোন সমস্যার মুখোমুখী হতে হচ্ছে কি–না, তা পর্যালোচনার জন্যে উল্লেখিত ৪ মাসের মধ্যে ৩টি ফলো–আপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ৩টি কর্মসূচীর মধ্যে প্রথমটি সেপ্টেম্বর মাসে, দ্বিতীয়টি অক্টোবর মাসে এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্তটি নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। পটুয়াখালী জেলার মৎস্য কর্মকর্তাদের জন্যে পটুয়াখালীতে এবং বরগুনা জেলাধীন মৎস্য কর্মকর্তাদের জন্যে বরগুনা সদরে ফলো–আপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। সে অনুযায়ী "প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা" নামে পটুয়াখালীতে কর্মসূচীটি পরিচালিত করা হয়েছিলো।

২. ফলো–আপ কর্মশালার উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

ক. উপজেলা সংক্রান্ত দ্রুত অবস্থা নিরূপণ (Rural Rapid Appraisal-RRA) কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন
খ. কাজের সবল এবং দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিতকরণ
গ. দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমে নিজেদের সমস্যা/বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ
ঘ. উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বাস্তবতার অবস্থা নিরূপণে নিজেদের সচেতনতার আত্ম–মূল্যায়ন
ঙ. দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমে নিজের দুর্বলতা/সমস্যাসমূহ সমাধানের সম্ভাব্য পথ আবিষ্কার

৩. ফলো–আপ প্রশিক্ষণ–সূচী ঃ

দিন কর্মসূচী

প্রথম দিন ঃ

- ভূমিকা/প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালার উদ্দেশ্য
- গ্রামীণ দ্রুত অবস্থার নিরূপণ (RRA) কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা–ওয়ারী উপস্থাপনা (সমস্যা, বাধাসমূহ, দুর্বলদিকসমূহ উদঘাটন, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান নির্ণয়)

দ্বিতীয় দিন ঃ

- কাজের বর্তমান অবস্থা এবং অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা–ওয়ারী পর্যালোচনা
- উপজেলা টিম–ভিত্তিক পরবর্তী মাসের কর্ম–পরিকল্পনা তৈয়ার
- পুরো কর্মশালা সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং সমাপ্তি আলোচনা

৪. ফলো–আপ প্রশিক্ষণ কর্মশালার স্থান ঃ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, পটুয়াখালী।

৫. প্রশিক্ষণ কাল ঃ ২–৩রা সেপ্টেম্বর' ১৯৮৯ ইং।

৬. প্রশিক্ষক ঃ শিবব্রত নন্দী।

৭. অংশগ্রহণকারী ঃ

	নাম	পদবী	উপজেলা	জেলা
১.	জনাব কাজী আবুল কালাম	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	–	পটুয়াখালী
২.	" মোঃ মতিউর রহমান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী	ঐ
*৩.	" মোঃ শাহজাহান	মৎস্য জরীপ কর্মকর্তা	–	ঐ
৪.	" মোঃ রুহুল আমিন	সহঃ মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী	ঐ
৫.	" মোঃ আব্দুস সালাম	ক্ষেত্র সহকারী	ঐ	ঐ
৬.	" মোঃ রেজাউল করিম	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	মির্জাগঞ্জ	ঐ
৭.	" মোঃ আব্দুল হাই	ক্ষেত্র সহকারী	ঐ	ঐ
৮.	" মোঃ বজলুর রশিদ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কলাপাড়া	ঐ
৯.	" মোঃ সামছুল হক	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	ঐ	ঐ
১০.	" মোঃ রমজান আলী	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	গলাচিপা	ঐ
১১.	" মোঃ মোজাম্মেল হক	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	ঐ	ঐ
১২.	" মোঃ আব্দুল মজিদ খান	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	দশমিনা	ঐ
*১৩.	" মোঃ হারুন	এরিয়া সমন্বয়কারী, এস, সি, আই, মৌডুবী		ঐ
১৪.	" মোঃ নূরুল ইসলাম	জেলা প্রতিনিধি, জাতীয় মৎস্যজীবি সমিতি		ঐ

* এরা সম্পূর্ণ নতুনভাবে ফলো-আপ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম অধিবেশন ঃ

প্রক্রিয়া ঃ

পোষ্টারের মাধ্যমে ফলো-আপ কর্মশালার মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে জানতে চাওয়া হয় যে, প্রতিটি উদ্দেশ্য তাদের কাছে পরিষ্কার কিনা। অধিকতর স্বচ্ছ ধারণার জন্যে কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উথাপন করা হয় এবং প্রশ্নগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

উপজেলা সংক্রান্ত দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন
উপজেলা সংক্রান্ত কাজের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমেই সবাইকে দলগতভাবে গত এক মাসে কাজের অগ্রগতি উপস্থাপন করতে বলা হয়। পটুয়াখালীর ৬টি উপজেলার প্রতিনিধিরা এবং জাতীয় মৎস্যজীবি সমিতি ও এস, সি, আই, আলাদা আলাদাভাবে তাদের কাজের ধারা এবং অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। উপজেলা-ওয়ারী কার্যক্রম উপস্থাপনে দেখা যায় যে, কাজের ধারার মধ্যে বেশ ভিন্নতা আছে। এ প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে, দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমে এ ধরনের ভিন্নতা থাকা ঠিক নয়। অতঃপর তারা সম্মিলিতভাবে "দ্রুত অবস্থা নিরূপণ"-এ উপজেলা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে নিম্ন সাধারণ ছক অনুসরণ করবেন বলে মত প্রকাশ করেনঃ

উপজেলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১. **ভূমিকা ঃ**
উপজেলার ইতিহাস
উপজেলার অবস্থান
উপজেলার জনসংখ্যাঃ পুরুষ ও মহিলা
উপজেলার আয়তন
জেলা থেকে উপজেলার দুরত্ব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা

২. **আর্থ–সামাজিক অবস্থা ঃ**
আয় ও কর্মসংস্থানগত অবস্থা
সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস
শোষণ প্রক্রিয়ার ধরন
স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
শিক্ষা
ধর্মীয় অবস্থা, কুসংস্কার ও মূল্যবোধ
ব্যবসা–বাণিজ্য
শিল্প–কারখানা
স্থানীয় সম্পদ

৩. **জেলে গ্রাম, পরিবার ও লোকসংখ্যা ঃ**
গ্রাম সংখ্যা
থানা সংখ্যা
লোক সংখ্যা–পুরুষ ও মহিলা

৪. মৎস্য আহরণ এলাকাসমূহ এবং আহরিত মৎস্য প্রজাতিসমূহ

৫. পুকুর ও জলাশয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী
সংখ্যা ও পরিমাণ
অবস্থান ও অবস্থা

৬. মৎস্য আহরণ মৌসুম, বাজারজাতকরণ অবস্থা, উপকরণের ব্যবহারঃ
যেমন– জাল, নৌকা ও অন্যান্য

৭. উপজেলা মানচিত্র

দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমের রূপরেখা সক্রান্ত প্রয়াসের পর অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের খাতা এবং ডাইরীর রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। ডাইরী এবং খাতা রেকর্ড সংরক্ষণে যে সমস্ত দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়, তা' তাৎক্ষণিকভাবে 'ফিড–ব্যাক'প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর সবাই নিম্ন আবিষ্কৃত দুর্বলতাসমূহ সংশোধনপূর্বক তাদের অভীষ্ট কাজে আরো বস্তুনিষ্ঠ অবদান রাখবেন বলে অংগীকারাবদ্ধ হন।

তৃতীয় অধিবেশন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

- দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমে গ্রাম সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ অবস্থার মূল্যায়ন
- তথ্য সংগ্রহে সবল ও দুর্বল দিকসমূহের আবিষ্কার এবং তথ্য আহরণ সংক্রান্ত সম্ভাব্য রূপরেখা প্রণয়ন।

প্রক্রিয়া ঃ

দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমে উপজেলা–ওয়ারী গ্রাম নির্বাচনগত অবস্থা, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা উপজেলা টিমওয়ারী গ্রাম নির্বাচন এবং কাজের অগ্রগতির বিবরণ উপস্থাপন করেন। গ্রাম নির্বাচন এবং গ্রাম–ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ অবস্থার সার–সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

উপজেলা	নির্বাচিত গ্রাম	ইউনিয়ন	তথ্য সংগ্রহ অবস্থা
১. পটুয়াখালী সদর	১. ঢেউখালী	মুরাইদা	তথ্যসংগ্রহ প্রায় শেষ
	২. ধরান্দি	কমলাপুর	তথ্য সংগ্রহ চল্‌ছে
	৩. চরমৈশাদী	ঐ	ঐ
২. মৎস্যজীবী সমবায়. সমিতি (পটুয়াখালী সদর)	১. কাচিছিড়া	ইছবাড়ীয়া	তথ্য সংগ্রহ শেষ
৩. মীর্জাগঞ্জ	১. রামপুর	মাধবখালী	তথ্যসংগ্রহ শুরু করা হয়নি
	২. ভিক্ষাখালী	মীর্জাগঞ্জ	ঐ
	৩. হাজীখালী	দেওলী সুবিধখালী	ঐ
	৪. কাকড়াবনিয়া	কাকড়াবনিয়া	তথ্য সংগ্রহ চল্‌ছে
	৫. ভয়াম	মজিদবাড়ীয়া	ঐ
৪. গলাচিপা	১. কাজিকান্দা	বড় বাইশদিয়া	ঐ
	২. মিচকাটা	ঐ	তথ্যসংগ্রহ শেষ
	৩. ভুইয়াকান্দা	ঐ	তথ্য সংগ্রহ চল্‌ছে
	৪. খাসমহল	ঐ	ঐ
৫. কলাপাড়া	১. খাজুরা	লতাচাপিলা	তথ্য সংগ্রহ শেষ
	২. নজিরপুর	খাপড়াভাঙ্গা	তথ্য সংগ্রহ চলছে
	৩. নীলগঞ্জ	নীলগঞ্জ	তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি
৬. বাউফল	১. নিমদি	নজিবপুর তাতের কাঠি	তথ্য সংগ্রহ শেষ
	২. কালাইয়া	কালাইয়া	তথ্য সংগ্রহ শুরু করা হয়নি
	৩. মমিনপুর	কেশবপুর	ঐ
	৪. ধুলিয়া	ধুলিয়া	তথ্য সংগ্রহ চলছে
৭. দশমিনা	১. আওলিয়াপুর	রণগোপালদী	কাজ শুরু হয়েছে
	২. দশমিনা	দশমিনা	শুধুমাত্র প্রাথমিক কাজ চলছে
	৩. বাঁশবাড়ীয়া	বাঁশবাড়ীয়া	যোগাযোগ করা হয়েছে।

গ্রাম-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ পর্যালোচনায় উপজেলা-ওয়ারী ছোট দলে নিজ নিজ খাতা ও ডাইরীসমূহ অবলোকন করা হয়। অবলোকন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে বেশ কিছু দুর্বলতা আবিষ্কৃত হয়। দুর্বলতাগুলোকে পোষ্টারের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয় এবং সবাই আগামীতে এ দুর্বলতাসমূহ উত্তরণের জন্যে দৃঢ় অংগীকার ব্যক্ত করেন। তথ্য সংগ্রহে যে সমস্ত দুর্বলতা ধরা পড়েছে, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক. কি কি তথ্য সংগ্রহ করা হবে, তার কোন চেকলিষ্ট করা হয়নি (২টি উপজেলা বাদে)।

খ. তথ্য উৎস এবং সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম অনেকেই সংরক্ষিত করেননি।

গ. তথ্য সংগ্রহে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের গভীরে যাওয়া হয়নি। যেমনঃ অনেকেই লিখেছেন স্বাস্থ্যগত অবস্থা খারাপ। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কীত পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রোগ-বালাই, পয়ঃ প্রণালী, বিশেষ রোগ ইত্যাদি কেউ উল্লেখ করেননি।

ঘ. শোষণ প্রক্রিয়া, শোষণের রূপ ও বৈশিষ্ট্য কেউ উল্লেখ করেননি।

ঙ. আয় ও কর্মসংস্থানগত অবস্থার বর্ণনা ছিলো ভাসাভাসা। কিন্তু আয়ের পরিমাণ, বেকারত্বের সময়কাল, বেকারত্বের মোট দিন ইত্যাদি উল্লেখ করেননি।

চ. জেলেদের সামাজিক মর্যাদা, সংগঠন, শিক্ষাগত অবস্থা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন, মহিলাদের অবস্থা ইত্যাদিও অনেকেই উল্লেখ করেননি।

ছ. ঋণদান অবস্থা, বাজারজাতকরণ, উপকরণ লিষ্ট, গ্রামের রাস্তাঘাট, জলমহালের উপর কর্তৃত্ব, মাছ ধরার ক্ষেত্র ও দুরত্ব ইত্যাদি কেউ কেউ উল্লেখ করেন নি।

জ. কোন বিষয়ের উপর নিজস্ব কোন বিশ্লেষণ অনেকেই করেননি।

নিজেদের দুর্বলতাগুলো আবিষ্কারের মাধ্যেমে অংশগ্রহণকারীরা পারস্পরিক আলোচনায় তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়ে ঐক্যমতে আসার প্রয়াস গ্রহণ করেন। তারা মনে করেন যে, অন্ততঃ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গ্রাম বিষয়ক তথ্য আসা উচিত। এ প্রেক্ষিতে

তারা নিম্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের আবশ্যকীয়তা বর্ণনা করেন এবং এ সমস্ত বিষয়ের বাইরেও আপন সৃজনশীলতার আলোকে আরো নতুন তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গ্রাম ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ বিষয়াবলী

১. গ্রামের নাম ও ইউনিয়ন
২. গ্রামের মোট জনসংখ্যা, জেলে পরিবার সংখ্যা ও লোক সংখ্যা (পুরুষ ও মহিলা)
৩. রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা, উপজেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা
৪. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পানীয় জল ও পয়ঃ প্রণালীগত অবস্থা
৫. পুকুর, খাল ও নদী
৬. জেলেদের জাল, নৌকা এবং মাছ আহরণ সংক্রান্ত অন্যান্য উপকরণাদী
৭. হাট, বাজার, মৌসুম অনুযায়ী কর্মসংস্থানগত অবস্থা, আয় (মাছ আহরণ, মজুরী ও অন্যান্য পেশা)
৮. শিশু ও বয়স্ক শিক্ষাগত অবস্থা
৯. মহিলাদের অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
১০. জেলে সমাজের ইতিহাস
১১. ঋণের উৎস, শোষণ প্রক্রিয়া, সংগঠন, বাজারজাতকরণ

উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়াও অন্যকোন বিষয় তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলে তারও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

তথ্য/রেকর্ড সংরক্ষণের দুর্বলতাসমূহ

- রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি এলোমেলো এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনিয়মিত
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের উৎস উল্লেখ নেই
- আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহে নিম্ন দুর্বলতাসমূহঃ
  - আয় এবং কর্মসংস্থানগত তথ্যের অপ্রতুলতা
  - সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, ক্ষমতা কাঠামো এবং শোষণ প্রক্রিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অনুপস্থিত
  - স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী বিষয়ক তথ্য যেমনঃ স্বাস্থ্য সেবাব্যবস্থা, পানিয় জলের উৎস, নলকূপের সংখ্যা, রোগ-বালাই ইত্যাদির উল্লেখ নেই
  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, শিক্ষিতের হার, শিক্ষার পরিবেশ ও মান ইত্যাদির উল্লেখ নেই
  - ধর্মীয় অবস্থা, প্রচলিত বিশ্বাস, স্থানীয় সম্প্রদায়গত সাধারণ মূল্যবোধ এবং কুসংস্কার ইত্যাদি অনেকেই উল্লেখ করেননি
  - সমাজে মেয়েদের অবস্থান, উৎপাদন সম্পর্কে মেয়েদের অবস্থা এবং কর্মকান্ডসমূহ অনুল্লেখ
  - জেলে গ্রামের সংখ্যা, পুকুর ও জলাশয় সংক্রান্ত তথ্য, বাজারজাতকৃত মাছের জাত ও পরিমাণ, ঋতু অনুযায়ী মাছের মূল্যমান, কর্মসংস্থানগত অবস্থাও অনুপস্থিত

চতুর্থ অধিবেশন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ সুনির্দিষ্টভাবে কাজের সামগ্রিক অগ্রগতি তথা সার-সংক্ষেপ মূল্যায়ন

প্রক্রিয়া ঃ

উপজেলাওয়ারী যে ছোট টিম গঠন করা হয়েছিলো, টিমগুলো উপজেলাওয়ারী প্রকৃত কর্মসম্পাদনের অগ্রগতির হার নিজেরাই মূল্যায়ন করেন। এ পর্যায়ে পোষ্টারের মাধ্যমে কর্মসম্পাদনের প্রত্যাশিত বিষয়সমূহ উপস্থাপিত করা হয়। প্রত্যাশিত বিষয়ের অনুকূলে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে থেকে উপজেলা অনুযায়ী প্রকৃত কাজের অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়। অতঃপর অংশগ্রহণকারীরা উপজেলা অনুযায়ী তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে নিজস্ব অবস্থা ব্যক্ত করেন। কর্মমূল্যায়নের সার-সংক্ষেপ ছিলো নিম্নরূপঃ

কর্মমূল্যায়ন সার–সংক্ষেপ

প্রত্যাশিত বিষয়/কর্ম	পটুয়াখালী	মীর্জাগঞ্জ	গলাচিপা	কলাপাড়া	বাউফল	দশমিনা
১. উপজেলা মানচিত্রের কাজ আরম্ভ	করা হয়নি	করা হয়নি	করা হয়নি	করা হয়নি	করা হয়নি	করা হয়নি
২. গ্রামের মানচিত্রের কাজ আরম্ভ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩. মৎস্য সম্পদের ঐতিহাসিক তথ্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪. শ্রম চাহিদার পঞ্জিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫. মৎস্য আহরণের সাথে শ্রম চাহিদার সম্পর্ক (মৌসুম)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৬. উপজেলা সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য সংগ্রহ কাজ						
ক. আর্থ–সামাজিক তথ্য	খুবই কম (২০%)	কম (৩০%)	মোটামুটি (৪০%)	মোটামুটি (৫০%)	খুবই কম (১০%)	খুবই কম (২০%)
খ. জেলে গ্রাম ও পরিবার	খুবই কম (১০%)	খুবই কম (১০%)	খুবই কম (১০%)	খুবই কম (১০%)	খুবই কম (১০%)	খুবই কম –
গ. মৎস্য প্রজাতি আহরণ, পুকুর ও জলমহাল তথ্য	মোটামুটি (৫০%)	ভাল (৭৫%)	ভাল (৮০%)	মোটামুটি (৫০%)	খুবই কম (১০%)	মোটামুটি (৫০%)
৭. গ্রাম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ						
ক. গ্রাম নির্বাচন	৩টি	৫টি	৪টি	৩টি	৪টি	৩টি
খ. আর্থ–সামাজিক তথ্য সংগ্রহ	খুবই কম (২৫%)	খুবই কম (২০%)	মোটামুটি (৩০%)	মোটামুটি (৩০%)	খুবই কম (১০%)	খুবই কম (১০%)

পঞ্চম অধিবেশন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

- কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত বাধা এবং সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা
- চিহ্নিত সমস্যার আলোকে তা' অতিক্রমের সম্ভাব্য পথ নির্ণয়

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমেই অধিবেশনটির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনার পর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে আলাদা আলাদাভাবে কাগজ সরবরাহ করা হয়। অনুশীলনীটির জন্যে সময় বরাদ্দ ছিলো ১৫ মিনিট। এর মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা তাদের কাজের প্রতিবন্ধকতা/সমস্যাসমূহকে চিহ্নিত করেন। অতঃপর কাগজগুলো উপস্থাপকের কাছে জমা দেওয়া হয়। চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১. জনবল কম/কর্মচারীর অপ্রতুলতা
২. যাতায়াত ব্যবস্থা যথার্থ নয়
৩. মাছ ধরার (ইলিশ) চূড়ান্ত সময় চলতে থাকায় জেলেদের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ কঠিন
৪. দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত উপাত্তের অপ্রতুলতা
৫. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর অসহযোগী ব্যবহার
৬. জেলেরা বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে বিধায় সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাব
৭. স্থানীয় সরকার (ইউ,পি) কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা
৮. সনাতনী মনোভাব এবং পর্দানশীনতার কারণে মেয়েদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে অসুবিধা
৯. জেলেদের যথাযথভাবে সংগায়িত এবং চিহ্নিত করতে অসুবিধা
১০. গ্রামে গিয়ে অবস্থান এবং খাওয়ার ব্যবস্থার অভাব
১১. প্রকৃত তথ্য দিতে জেলেদের ভয়। কারণ তাদের সাধারণ বিশ্বাস, যে কোন বাইরের ব্যক্তি তাদেরকে প্রতারিত করতে পারে। বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব।
১২. তথ্য সংগ্রহে যে যাতায়াত ব্যয় হয়–তার অভাব
১৩. বর্ষাকালে যাতায়াত সমস্যা
১৪. নিজস্ব আর্থিক সংকট (আনুষঙ্গিক খরচের টাকা হাতে নেই)

উল্লেখিত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার পর অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে জানতে চাওয়া হয় যে, সমস্যাগুলোর উত্তরণ ঘটানো কিভাবে সম্ভব। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য তৎপরতা গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। অতঃপর অনুশীলনীটির সমাপ্তি টানা হয়।

ষষ্ঠ অধিবেশন ঃ নিজের দুর্বল দিকসমূহ বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য ঃ

- দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমে কর্মী/কর্মকর্তা হিসাবে নিজেদের যে দূর্বলতা ছিলো তা' চিহ্নিত করা
- দুর্বলদিকগুলোকে কাটিয়ে উঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করা

প্রক্রিয়া ঃ

উদ্দেশ্যসমূহ বুঝিয়ে দেয়ার পর সবাইকে আলাদা আলাদা কাগজ সরবরাহ করা হয়। ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে সবাইকে আত্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আলাদা আলাদা ভাবে (নাম উল্লেখ না করে) নিজের দূর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করতে বলা হয়। সে নির্দেশনা অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দূর্বলতাসমূহ আবিষ্কার করেন এবং আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ প্রশিক্ষকের কাছে জমা দেন। আলাদাভাবে আবিষ্কৃত আত্ম-মূল্যায়নের (দূর্বলতা) সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১. কাজ করতে অলসতা
২. কাজের প্রতি অনীহা
৩. বাজে কাজে সময় নষ্ট করা
৪. নিজেকে সবজান্তা মনে করা
৫. সাক্ষাৎকার গ্রহণে অপারদর্শিতা
৬. কাজের প্রতি গুরুত্ব কম দেয়া
৭. খামখেয়ালীপনা
৮. অমিতব্যয়িতা
৯. বেশী পরিশ্রমের ভয়ে উপযুক্ত কাজ না করা
১০. পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ না খাওয়ানো
১১. কোন কৌশল অবলম্বন না করে সরাসরি প্রশ্ন করা
১২. আত্মমূল্যায়ন না করে সাক্ষাৎকারীকে মাত্রাতিরিক্ত সহানুভূতি দেখানো
১৩. বেশী কথা বলা
১৪. সব সময় নিজেকে অসহায় মনে করা
১৫. অতিরিক্ত চিন্তা করা এবং বেপরোয়া চিন্তা করা
১৬. একা একা কাজ করতে অনীহা
১৭. কাজ করতে গিয়ে ভুল করে ফেলা

দূর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করার পর সবাই যতটুকু কম সময়ের মধ্যে হোক দূর্বলদিকগুলো কাটিয়ে উঠার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সপ্তম অধিবেশন ঃ পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা তৈয়ার

উদ্দেশ্য ঃ পরবর্তী কর্মশালা পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনে সহায়তা করা

প্রক্রিয়া ঃ

কর্মমূল্যায়ন সার-সংক্ষেপ অনুশীলনের মাধ্যমে যে সমস্ত দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত হয়েছিলো তা সংশোধনের মাধ্যমে পরবর্তী কর্মশালায় কি কি কাজ করা যেতে পারে তা' অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে জানতে চাওয়া হয়। একই সাথে জানতে চাওয়া হয় যে, আগামী কর্মশালার পূর্বেই "দ্রুত অবস্থা নিরূপণ" কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন (Draft) লিখা সম্পন্ন করা যাবে কি-না। এ সমস্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীরা কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ঐক্যমতে পৌছেন। ঐক্যমতের সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

১. পরবর্তী কর্মশালার তারিখ হবে ১৪, ১৫ই অক্টোবর, পটুয়াখালীতে
২. কর্মশালার পূবেই 'দ্রুত অবস্থা নিরূপণ' কার্যক্রমের একটি খসড়া তৈয়ার করা হবে এবং এই খসড়াটিতে ৩টি মূল অংশ থাকবে

   ক. উপজেলা সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী
   খ. গ্রাম সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী
   গ. তথ্য সংক্রান্ত সংযোজনী

১. উপজেলা মানচিত্র (তথ্যসহ)
২. গ্রাম/গ্রামসমূহের মানচিত্র
৩. শ্রম-চাহিদার পঞ্জী
৪. মৎস্য আহরণের সাথে শ্রম-চাহিদার সম্পর্ক (মৌসুম অনুযায়ী)
৫. মৎস্য সম্পদের ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণী
৬. বিবিধ

৩. পরবর্তী কর্মশালায় খসড়া প্রতিবেদনটি উপজেলাওয়ারী দলগতভাবে উপস্থাপন করা হবে।

সর্বশেষ অধিবেশন ঃ ফলো-আপ কর্মশালার মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য ঃ

- প্রশিক্ষক কর্তৃক উপস্থাপনার সবল/দূর্বল দিকসমূহ জানা
- পরবর্তী কর্মশালাকে আরো অর্থবহ করে তুলতে সহায়তা করা

প্রক্রিয়া ঃ

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে কাগজ সরবরাহ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে বর্তমান ফলো-আপ কর্মশালা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মতামত লিপিবদ্ধ করেন। মতামত/মূল্যায়ন সম্পর্কিত কাগজগুলো পরে সংগ্রহ করা হয়। মতামতসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক. "ফলো-আপ কর্মশালা অনুষ্ঠানের ফলে দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কাজের উপজেলা এবং গ্রাম বিষয়ক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রসারণ কর্মীরা কাজের রূপরেখা পেয়েছে এবং আগামী কার্যক্রম জোরদার করার অনুপ্রেরণা পেয়েছে"।
খ. "উপজেলা এবং গ্রাম পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে বর্তমান কর্মশালাটি প্রেরণার উৎস এবং কর্মের দিশারী হয়ে থাকবে"।
গ. "বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে অনেক অজ্ঞাত বিষয় ছিলো। ফলে তথ্য সংগ্রহে বাধাগ্রস্থ হয়েছি। এ দু'দিনের কর্মশালা আমাদের মনের দরোজা খুলে দিয়েছে। এখন আমরা পরিপূর্ণ"।
ঘ. "জরীপকৃত কাজের ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করার ফলে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আরো সুন্দর হবে"।

প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা–১ (বরগুনা)
প্রতিবেদন

কোর্সের নাম ঃ প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা
সময়কাল ঃ সেপ্টেম্বর ২ থেকে ৩, ১৯৮৯ (দু'দিন)
স্থান ঃ জেলা মৎস্য কার্যালয়, বরগুনা
প্রশিক্ষক ও প্রতিবেদক ঃ এম, বারী চৌধুরী, কার্যক্রম কর্মকর্তা, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ঃ ৮ জন
উপস্থিত ঃ ৮ জন
অনুপস্থিত ঃ ২ জন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা অসুস্থতার কারণে এবং বামনা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পারিবারিক সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুজনিত কারণে অনুপস্থিত ছিলেন।
বিলম্বে যোগদান ঃ বেতাগী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ২য় অধিবেশনে বেলা ৩টা থেকে যোগদান করেন।
নতুন অংশগ্রহণকারী ঃ আমতলী উপজেলার একজন ক্ষেত্র সহকারী।

প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	উপজেলা	মন্তব্য
১.	শংকর চন্দ্র হাওলাদার উপজেলা মৎস্য কর্মকতা	পাথরঘাটা	
২.	নূরুল ইসলাম সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	ঐ	
৩.	জাহাঙ্গীর মিঞা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বরগুনা সদর	
৪.	আবুল কালাম আজাদ মৎস্য জরীপ কর্মকর্তা	বরগুনা, জেলা কার্যালয়	
৫.	মীর সাব্বীর আহম্মেদ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বেতাগী	
৬.	মোঃ শাহ আলম সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বামনা	
৭.	মাহবুবুল আলম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	আমতলী	
৮.	জগদীপ চন্দ্র বসু ক্ষেত্র সহকারী	ঐ	

কর্মশালা কার্যক্রম বিবরণী

১ম দিন/ ২–৯–৮৯
১ম অধিবেশন/সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা

১ম অনুশীলনী ঃ

ভূমিকা

পারস্পরিক আলাপ–আলোচনা ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে ফলো–আপ কর্মশালার কাজ শুরু হয়। ২ জন সদস্যের অনুপস্থিতি ও ১ জন সদস্যের নতুনভাবে যোগদানের কারণ আলোচনায় স্থান পায়। অনুশীলনকালীন সময়ে অনুপস্থিত সদস্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা টেলিফোনে তাঁর অসুস্থতার খবর জানান। বামনা উপজেলার সহকারী কর্মকর্তা, উপজেলা কর্মকর্তার পারিবারিক সদস্যের সড়ক দুর্ঘটনাজনিত আকস্মিক মৃত্যুর দুঃখজনক সংবাদ জানিয়ে অনুপস্থিতির খবর জানান। আমতলী উপজেলার ক্ষেত্র সহকারী যিনি

নতুনভাবে এই কর্মশালায় যোগ দেন তার উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে তাঁর ভাতা বি, ও,বি, পি-র অনুমোদন সাপেক্ষেই কেবলমাত্র প্রদান করা যেতে পারে। বি, ও, বি, পি এ ব্যাপারে সহানুভূতি দেখাবেন বলে সকলে আশা প্রকাশ করেন। যদিও ভবিষ্যতে কোন নতুন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণের ব্যাপারটি বি, ও, বি, পি-র সাথে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে করার জন্য প্রশিক্ষক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।

২য় অনুশীলনী ঃ উদ্দেশ্য

ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত মূল প্রশিক্ষণের কর্ম-পরিকল্পনা আলোচনা করা হয়। উপস্থিত সকলে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর অদ্যকার ফলো-আপ কর্মশালার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় এবং পোষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

ক. উপজেলার দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ
খ. দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমে যে সমস্ত সমস্যা ও বাধার মুখোমুখী হয়েছেন-তা নিরূপণ
গ. উপকূলীয় জেলেদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা ও উপলব্ধি যাচাই
ঘ. দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমে সাফল্যলাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
ঙ. পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন

৩য় অনুশীলনীঃ উপজেলার অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রতিটি উপজেলা পৃথক পৃথকভাবে অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনা শেষে প্রত্যেক উপজেলা দলীয় ফীড-ব্যাক গ্রহণ করেন। উপস্থাপনা শেষে সকলে একমত পোষণ করেন যে, প্রত্যেকেই বহুমুখী উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন মাত্র। সূত্রও উল্লেখ করেছেন। এই কাজে কেউ কেউ ডেইলী ডায়রী আংশিক ব্যবহার করেছেন। অবশ্য উপস্থিত সবাইকে পরবর্তীতে যথারীতি ডায়রী ব্যবহার ও মূল প্রশিক্ষণ ফাইলসহ উপস্থিত হবার জন্য আহবান জানানো হয়। প্রায় সবাই সেকেন্ডারী ডাটা ব্যবহার করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তবে বিচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহে থাকলেও অংশগ্রহণকারীগণের কেউই তা প্রতিবেদন আকারে প্রণয়ন করেননি। অতঃপর এই কাজের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং পোষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সমস্যাসমূহঃ

ক. প্রতিবেদন প্রণয়ন কাঠামো সম্পর্কিত অস্পষ্টতা
খ. কি কি তথ্য সংগ্রহ, উপস্থাপন ও সন্নিবেশ করা হবে তার পূর্ব পরিকল্পনার অজ্ঞতা
গ. তথ্য ও উৎস নিয়মিত লিপিবদ্ধকরণ না করা

উপরোক্ত সমস্যাসমূহ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, মতামত ও আলোচনার ভিত্তিতে মধ্যাহ্ন বিরতির পর সমাধান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২য় অধিবেশন/বিকাল ৩টা থেকে ৬টা

৪র্থ অনুশীলনী ঃ সমস্যা ও সমাধান

অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান সাপেক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়ন কাঠামো নির্ধারণ করা হয় এবং পোষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

উপজেলা প্রতিবেদন কাঠামো

ক. ভূমিকা ঃ
উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান, আয়তন, লোক সংখ্যা, জেলা সদর থেকে কোন দিকে অবস্থিত, দূরত্ব ও যোগাযোগ, ইউনিয়ন, গ্রাম ও জেলে গ্রাম সংখ্যা উল্লেখপূর্বক বর্ণনামূলকভাবে ভূমিকা লেখা হবে।
খ. জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
খ.১. সামাজিক অবস্থা-মর্যাদা ও সম্পর্ক
খ.২. শিক্ষা

খ.৩. স্বাস্থ্য
খ.৪. বাসস্থান ও পরিবেশ
খ.৫. আয় ও কর্মসংস্থান
খ.৬. মহিলাদের অবস্থা
খ.৭. সামাজিক মূল্যবোধ ও কুসংস্কার

আর্থ-সামাজিক চিত্র সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য উপরোক্ত ৭টি বিষয় বর্ণনামূলকভাবে লেখা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

গ. মৎস্য আহরণক্ষেত্র, পরিমাণ, প্রজাতি
ঘ. মৎস্য আহরণ উপকরণ-মৌসুম, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণঃ
উপকরণ
মৌসুম
পরিবহন
বাজারজাতকরণ
প্রক্রিয়াজাতকরণ
ঙ. জলাশয় (সংখ্যা, আয়তন, অবস্থান ও বর্তমান অবস্থাসহ)ঃ
নদী
খাল
হাওড়-বাওড়-বিল
আবাদী পুকুর
অনাবাদী পুকুর
খাস পুকুর
চ. উপসংহার
ছ. সংযোজনীঃ
১. উপজেলা মানচিত্র (নমুনা সংযোজনী ১)
২. শ্রম-পঞ্জিকা (নমুনা সংযোজনী ৪)
৩. প্রজাতি-ভিত্তিক উৎপাদন (নমুনা সংযোজনী ৬)
৪. মৎস্য চাষের বিবর্তনের ইতিহাস (নমুনা সংযোজনী ৮ ও ৯)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সূত্র উল্লেখ আবশ্যক

উপরোক্ত কাঠামো মোতাবেক অবশিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে উপজেলা প্রতিবেদন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর সবাই মত প্রকাশ করেন যে, কাঠামো সম্পর্কে অবহিত হবার কারণে পূর্ব পরিকল্পনা করে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। এ পর্যায়ে সকলকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তথ্য উৎস লিপিবদ্ধকরণে ভবিষ্যতে সকলে যেন ডেইলী ডায়রী নিয়মিত ব্যবহার করেন। অতঃপর দিনের আলোচনার সমাপ্তি টানা হয়।

২য়দিন/৩-৯-৮৯
১ম অধিবেশন/সকাল ৮টা থেকে ১০ঃ১৫টা

৫ম অনুশীলনী ঃ ভূমিকা

স্থানীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের পূর্ব-নির্ধারিত সভার কারণে অদ্যকার অধিবেশন সকাল ৮টায় শুরু হয়ে ১০.১৫ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সকলেই যথারীতি প্রশিক্ষণে সময়মত উপস্থিত হন। গত দিনের আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে আজকের কার্যক্রম শুরু হয়।

৬ষ্ঠ অনুশীলনী ঃ গ্রাম জরীপ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা

উপজেলা-ভিত্তিক গ্রাম জরীপ কাজের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং দলীয় ফিড-ব্যাক প্রদান করা হয়। প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক উপজেলা তিনটি গ্রামের নির্বাচন চূড়ান্ত করেছেন এবং কেবলমাত্র একটি গ্রামের যাবতীয় বহুমুখী তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

নিজেদের কাজের সঠিকতা সম্পর্কে সন্দিহান থাকায় অংশগ্রহণকারীগণ পরবর্তী মতামতের অপেক্ষায় থাকেন যা এই কর্মশালার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়। তবে লক্ষ্যণীয় ছিলো যে, জরীপ প্রতিবেদন কোন উপজেলাই প্রণয়ন করেনি।
অতঃপর নিম্নোক্ত সমস্যাবলী আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য চিহ্নিত করা হয়।

সমস্যাসমূহঃ

ক. গ্রাম জরীপ প্রতিবেদন কাঠামো
খ. তথ্যের ধরন ও উপস্থাপনা পদ্ধতি
গ. গ্রাম জরীপ কাজের কৌশল
ঘ. গ্রাম সীমানা ও জেলের সংজ্ঞা
ঙ. ভাসমান জেলে বা অস্থায়ী জেলে

উপরোক্ত সমস্যাসমূহ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, মতামত ও আলোচনার ভিত্তিতে ২য় অধিবেশনে সমাধান করা হবে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

২য় অধিবেশন/বিকাল ৩টা থেকে ৬টা

৭ম অনুশীলনী ঃ সমস্যা ও সমাধান

পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদন কাঠামো নিরূপন করা হয় এবং তা পোষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

গ্রাম জরীপ প্রতিবেদন কাঠামো

ক. ভূমিকা
খ. জেলেদের অবস্থা ঃ
খ.১ বাসস্থান
খ.২ পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা
খ.৩ স্বাস্থ্য
খ.৪ পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী
খ.৫ রাস্তাঘাট ও যাতায়াত
খ.৬ শিক্ষা
খ.৭ সামাজিক প্রথা ও মর্যাদা
খ.৮ মহিলাদের অবস্থা
খ.৯ শিশুদের অবস্থা
খ.১০ আয় ও কর্মসংস্থান
খ.১১ জাল-নৌকা ও অন্যান্য উপকরণ
খ.১২ জমা-জমি ও সম্পদ
খ.১৩ শ্রম-মজুরী
খ.১৪ আর্থিক লেনদেন

বলা হয়, আলোচ্য বিষয়গুলো প্রয়োজনীয় তথ্য সহকারে বর্ণনা করলে জেলেদের জীবন ও অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব।

গ. মৎস্য আহরণক্ষেত্র, মৌসুম ও প্রজাতিঃ
   ক্ষেত্র
   মৌসুম ও প্রজাতি
ঘ. পরিবহন ও বাজারজাতকরণ
ঙ. উপসংহার
চ. সংযোজনীঃ
   - মানচিত্র
   - এক নজরে গ্রাম (তথ্যাকারে)

বিঃ দ্রঃ-সূত্র উল্লেখ আবশ্যক।

প্রতিবেদন কাঠামো-আলোচনা ও প্রণয়নের মাধ্যমে তথ্যের ধরন ও উপস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে সকলে অবগত হন এবং এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

গ্রাম জরীপ কাজের কৌশল নিয়ে বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন ধরনের বাস্তব উদাহরণ টেনে আনা হয়। পরিশেষে সকলে মত প্রকাশ করেন যে, প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে হলে গ্রামে যেতে হবে এবং জেলে গ্রামের বাসিন্দাদের সাথে একান্তভাবে মিশতে হবে এবং এর প্রয়োজনে কয়েকবার একই গ্রামে একই উদ্দেশ্যে যেতে হতে পারে। আরো বলা হয়, প্রকৃত অবস্থা নিজে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলেই কেবলমাত্র বর্ণনায় তুলে ধরা সম্ভব।

গ্রাম সীমানা, জেলের সংজ্ঞা ও ভাসমান জেলে সম্পর্কিত সমস্যা অংশগ্রহণকারীগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে সমাধানদেন।

উপস্থিত সকলে সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত আলোচনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

৮ম অনুশীলনী ঃ পুনঃ আলোচনা, কর্ম-পরিকল্পনা ও সমাপ্তি

কর্মশালার পুরো আলোচনা, পর্যালোচনার মাধ্যমে ঝালাই ও যাচাই করা হয়। এই পর্বে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পুনঃ পুনঃ প্রদান করা হয়।

কর্ম-পরিকল্পনা

ক. পরবর্তী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রত্যেক উপজেলা, গ্রাম ও উপজেলা জরীপ প্রতিবেদন নির্ধারিত কাঠামো মোতাবেক অবশ্যই সম্পন্ন করে নিয়ে আসবেন।

খ. আগামী/পরবর্তী প্রশিক্ষণ ফলো-আপ কর্মশালা ১৪ ও ১৫ অক্টোবর '৮৯ বরগুনা জেলা মৎস্য কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। জনাব শিবব্রত নন্দী প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. সকলে ডেইলী ডায়রী ব্যবহার করবেন এবং পরবর্তী কর্মশালায় ফাইলসহ তা অবশ্যই নিয়ে আসবেন।

ঘ. জরীপ প্রতিবেদনে তথ্যের সূত্র বা উৎসের উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

ঙ. নতুন কোন অংশগ্রহণকারী কোর্সে যোগদান করতে চাইলে তা বি, ও, বি, পি-এর সাথে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তা প্রশিক্ষণের প্রাক্কালেই করতে হবে।

চ. এই কর্মশালায় ব্যবহৃত পোষ্টার ও মার্কারসমূহ জরীপ কর্মকর্তা, বরগুনা সংরক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষককে হস্তান্তর করবেন।

অতঃপর পাস্পরিক শুভেচ্ছা ও সাফল্য কামনা করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।